আগস্টে হঠাৎ ব্যাপক পতন

মোবাইল ফিন্যান্স সার্ভিসের লেনদেনে

গোলাপ মুনীর

গত আগস্টে হঠাৎ করে দেশে মোবাইল ফিন্যান্সিং সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে লেনদেনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে যায়। জানা যায়, আগস্টে এমএফএস প্রোভাইডারদের মাধ্যমে মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৪১ হাজার ৪০৩ কোটি টাকা। এর আগের মাস জুলাইয়ে এই লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৬২ হাজার ৯৯৯ কোটি টাকা।

মোবাইল ফিন্যান্সিং সার্ভিস (এমএফএস) প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে লেনদেন চলতি বছরের সর্বোচ্চ পর্যয়ে পৌঁছে গত জুলাইয়ে; আর এই লেনদেনের পরিমাণ আগের মাসের তুলনায় ৩৪ শতাংশ কমে যায় গত আগস্টে।

বাজার-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আগস্ট মাসের লেনদেনে এই পতন খুবই স্বাভাবিক। জুলাই মাসে লেনদেন বেড়ে যাওয়ার কারণ ছিল ঈদুল আজহার উৎসব। এবারের ঈদুল আজহা পালিত হয় গত ১ আগস্টে। এর ফলে জুলাইয়ে বেতন-ভাতা পরিশোধের হার বেড়ে যায়। ঈদের কারণে সেই সাথে বেড়ে যায় পোশাক-শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেয়ার পরিমাণও। তা ছাড়া সরকার কভিড-১৯ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে, যা পরিশোধ করা হয় প্রধানত এই জুলাই মাসেই। ফলে গত জুলাইয়ে এমএফএসের মাধ্যমে লেনদেনে পূর্ববর্তী বছরের একই মাসের তুলনায় ৬৮.১ শতাংশ ও এ বছরের পূর্ববর্তী জুন মাসের তুলনায় ৪০.৫ শতাংশ বেড়ে যায়। এবারের আগস্টে জুলাইয়ের তুলনায় এই লেনদেন ব্যাপক কমে গেলেও গত বছরের আগস্টের তুলনায় ১৬.৫৮ শতাংশ বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রমতে, চলতি বছরের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে এমএফএসের মাধ্যমে লেনদেনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৯৭৮৫ কোটি, ২৯০২৯ কোটি ও ৪৭৬০১ কোটি টাকা। অপরদিকে জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে এই লেনদেনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৪৮৩০ কোটি, ৬২৯৯৯ কোটি এবং ৪১৪০৩ কোটি টাকা (লেখচিত্র দেখুন)।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এমএফএস প্রোভাইডার 'বিকাশ'-এর প্রধান নির্বাহী কামাল কাদির মনে করেন, গত আগস্টে এমএফএসের মাধ্যমে লেনদেনের পরিমাণ কমে যাওয়ার বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। এবারের ঈদ-বোনাস ও বেতন-ভাতা পরিশোধ হয়েছে জুলাই মাসে। তাই আগস্ট মাসে এমএফএসের মাধ্যমে লেনদেন কম হয়েছে। তা ছাড়া সরকারের অনেক প্রণোদনার অর্থও ছাড় হয়েছে জুলাই মাসে।

এমএফএস বিনিময় বাণিজ্য ২০২০

(সংখ্যা কোটি টাকায়)

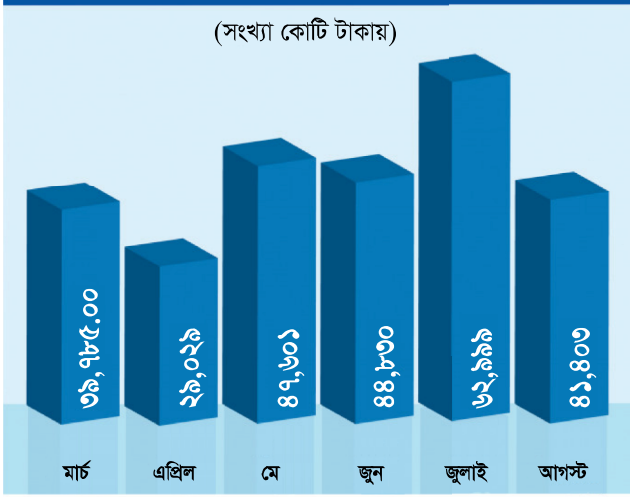

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আগস্টে এমএফএসের মাধ্যমে বেতন বণ্টনের পরিমাণ জুলাইয়ের তুলনায় ৭৭ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১০৬৩ কোটি টাকা, যেখানে জুলাই মাসে এর পরিমাণ ছিল ৪৫৮৬ কোটি টাকা। তা ছাড়া অন্তর্মুখী প্রবাসী আয়ের পরিমাণও ঈদের আগের জুলাই মাসে বেড়ে যায়। এ কারণেও জুলাই মাসে এমএফএস লেনদেন বেড়েছে। এ কারণে আগস্টে এমএফএসের মাধ্যমে প্রবাসী-আয়ের লেনদেন জুলাইয়ের তুলনায় ৩৪ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১০৪ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিশুক মনে করেন, যেকোনো ঈদের মাসের পরবর্তী মাসে টাকার লেনদেন সাধারণত কমই হয়ে থকে। তিনি বলেন, ঈদুল আজহার সময়ে কোরবানির পশু কেনাবেচা চলে এমএফএস সার্ভিসের মাধ্যমে। এবার এই লেনদেনটি চলেছে জুলাই মাসে। কারণ এবারের ঈদ ছিল ১ আগস্ট। সেপ্টেম্বরে রিপোর্ট পাওয়া গেলে আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তিনি আরো জানান, এই সেপ্টেম্বরে 'নগদ' গ্রাহকদের জন্য কিছু নতুন সুবিধা চালু করেছে। অধিকন্তু অক্টোবরের শুরুতে নগদ গ্রাহকদের জন্য ১ হাজার টাকায় এই প্রথমবারের মতো ক্যাশ-আউট চার্জ কমানো হয়েছে ৯.৯৯ টাকা। এর ফলে অক্টোবর মাসে লেনদেনের সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই বাড়বে। সরকার উদ্যোগ নিয়েছে বেইলআউট প্যাকেজে পোশাক-শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ হবে শুধু এমএফএসের মাধ্যমে। এর ফলে এমএফএস প্ল্যাটফরমের আরো সম্প্রসারণ ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে। করোনা মহামারীর সময়ে রফতানিকারকেরা শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করার জন্য সরকারের কাছ থেকে পায় ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এপ্রিল-জুলাই সময়ে এই অর্থ বিতরণ করা হয়েছে শ্রমিকদের বেতন বাবদ দেয়ার জন্য।

আগস্টের শেষ দিকে দেশে মোট নিবন্ধিত এমএফএস হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ৩০ লাখ। জুলাই মাসে এই সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২৫ লাখ। আগস্টে তা ৫ শতাংশ কমে যায়।

বর্তমান নিয়ম অনুসারে যদি কোনো হিসাবে ৯০ দিনের মধ্যে কোনো লেনদেন না হয়, তবে তা সক্রিয় হিসাব থেকে বাদ দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও ওই হিসাবধারী নিবন্ধিত ব্যবহারকারী হিসেবে থেকে যাবে কজ

ফিডব্যাক : golapmunir@yahoo.com